WEST BENGAL STATE UNIVERSITY

B.A. Honours Part-III Examination, 2021

বাংলা

পঞ্চম পত্র

সময় : ২ ঘণ্টা **পূর্ণমান : ৫০**

প্রান্তিক সীমার মধ্যস্থ সংখ্যাটি পূর্ণমান নির্দেশ করে।

১নং প্রশ্ন এবং অন্য যে-কোনো *তিনটি* প্রশ্নের উত্তর দাও

১। সনেটের বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণসহ আলোচনা করো। বাংলা সনেট রচনায় মধুসূদন দত্তের রচনা নৈপুণ্যের পরিচয় দাও। ৭+৭

অথবা

উদাহরণসহ যে-কোনো ***দুটি*** বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করোঃ ৭+৭

(ক) আখ্যানকাব্য (খ) ধ্রুপদী-মহাকাব্য (গ) স্তোত্র কবিতা (ওড)

২। ‘সোমের প্রতি তারা’ পত্রটি অবলম্বনে মধুসূদন দত্তের প্রতিবাদী নারীভাবনার স্বরূপটি বিশ্লেষণ করো। ১২

অথবা

‘বীরাঙ্গনা কাব্য’টিতে প্রাচ্য পুরাণের নানা কাহিনী পাশ্চাত্য-শৈলীর প্রভাবে যে অভিনব সাহিত্যরূপ লাভ করেছে তার পরিচয় দাও। ১২

৩। ‘দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা’ — পৃথিবী এবং স্বর্গকে এক করে দেখার এই অনুভূতি ‘‘বৈষ্ণব কবিতা’’ অবলম্বনে আলোচনা করো। ১২

অথবা

রোমান্টিক কবির অদম্য বাসনা ব্যক্ত হয়েছে ‘বসুন্ধরা’ কবিতার ‘ছত্রে ছত্রে’ — কবিতা অনুসরণে সমালোচকের এই মন্তব্যের যৌক্তিকতা বিচার করো। ১২

৪। কাজী নজরুল ইসলামের ‘‘দারিদ্র্য’’ কবিতাটি অবলম্বনে কবির মানবিক ও দার্শনিক সত্তার পরিচয় দাও। ১২

অথবা

নজরুলের উচ্চকণ্ঠ বিদ্রোহ কেবল একটি কবিতায় নয় গোটা সাহিত্য-ভাবনা জুড়েই লক্ষ্য করা যায় — পাঠ্য কবিতাগুলি অবলম্বনে তোমার বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করো। ১২

৫। বিষ্ণু দে’র ‘দামিনী’ কি রবীন্দ্রনাথের দামিনীর নবমূল্যায়ন ? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ১২

অথবা

শঙ্খ ঘোষ রচিত ‘বাবরের প্রার্থনা’ কবিতাটিতে সমাজ-জীবনের যে গভীর সংকট ও তা উত্তরণের ইঙ্গিত আছে — তার পরিচয় দাও। ১২

৬। উদ্ধৃতাংশের কাব্যশৈলী বিচার করোঃ ১২

গলির মোড়ে বেলা যে পড়ে এলো
পুরনো সুর ফেরিওলার ডাকে,
দূরে বেতার বিছায় কোন্ মায়া
গ্যাসের আলো-জ্বালা এ দিনশেষে।

কাছেই পথে জলের কলে, সখা
কলসি কাঁখে চলছি মৃদু চালে
হঠাৎ গ্রাম হৃদয়ে দিল হানা
পড়লো মনে, খাসা জীবন সেথা।

সারা দুপুর দীঘির কালো জলে
গভীর বন দুধারে ফেলে ছায়া
ছিপে সে-ছায়া মাথায় করো যদি
পেতেও পারো কাৎলা মাছ, প্রিয়।

কিংবা দোঁহে উদার বাঁধা ঘাটে
অঙ্গে দেবো গেরুয়া বাস টেনে
দেখবে কেউ নক বা কেউ জটা
কানাকড়িও কুঁড়েয় যাবে ফেলে।

পাষাণ-কায়া, হায়রে, রাজধানী
মাশুল বিনা স্বদেশ দাও ছেড়ে;
তেজারতির মতন কিছু পুঁজি
সঙ্গে দাও পাবে দ্বিগুণ ফিরে।

ছাদের পারে হেথাও চাঁদ ওঠে —
দ্বারের ফাঁকে দেখতে পাই যেন
আসছে লাঠি উঁচিয়ে পেশোয়ারী
ব্যাকুল খিল সজোরে দিই মেলে।

অথবা

তোমারে স্মরণ করি আজ এই দারুন দুর্দিনে
হে বন্ধু, হে প্রিয়তম। সভ্যতার শ্মশান-শয্যায়
সংক্রমিত মহামারী মানুষের মর্মে ও মজ্জায়;
প্রাণলক্ষ্মী নির্বাসিতা। রক্তপায়ী উদ্ধত সভিনে
সুন্দরেরে বিদ্ধ ক'রে, মৃত্যুবহ পুষ্পকে উড্ডীন
বর্বর রাক্ষস হাঁকে, 'আমি শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে বড়ো।'
দেশে-দেশে সমুদ্রের তীরে-তীরে কাঁপে থরোথরো
উন্মত্ত জন্তুর মুখে জীবনের সোনার হরিণ।

প্রাণ রুদ্ধ, প্রাণ স্তব্ধ। ভারতের স্নিগ্ধ উপকূলে

লুব্ধতার লালা ঝরে। এত দুঃখ, এ দুঃসহ ঘৃণা
এ-নরক সহিতে কি পারিতাম, হে বন্ধু, যদি না
লিপ্ত হ'তো রক্তে মোর, বিদ্ধ হ'তো গূঢ় মর্মমূলে
তোমার অক্ষয় মন্ত্র,অন্তরে লভেছি তব বাণী
তাই তো মানি না ভয়, জীবনেরই জয় হবে জানি।

N.B. : *Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail / Whatsapp to their own respective colleges on the same day / date of examination within 1 hour after end of exam. University / College authorities will not be held responsible for wrong submission (at in proper address). Students are strongly advised not to submit multiple copies of the same answer script.*

——×——